ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯০৭

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯

মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের উপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এতে মাছের উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। সেই লক্ষ্যে সরকার কাজও শুরু করেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। আজ আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক মৎস্য মেলা ২০১৯-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যে মাছের চাহিদা রয়েছে ৯৬,৪৫৪ মেট্রিকটন। এরমধ্যে মাছের উৎপাদন হয় ৭২,২৭৩ মেট্রিকটন। বাকি ২৪,১৮১ মেট্রিকটন মাছের ঘাটতি রয়েছে যা আমদানি করতে হয় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে। এরফলে মাছ এবং মাছের খাদ্য আমদানির জন্য প্রতি বছর রাজ্যের একটি বড় পরিমাণ অর্থ রাজ্যের বাইরে চলে যায়। মৎস্যচাষে আগ্রহী রাজ্যবাসীই মাছের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে মৎস্যচাষীরা। রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পাশাপাশি রাজ্যের আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা সহ রাজ্যের রাজস্ব আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে মৎস্যচাষে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদক দেশ চিন। ভারতবর্ষে সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদন হয় অন্ধ্রপ্রদেশে। মাছ উৎপাদনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে রাজ্য দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, পুকুরে তিনটি জলের স্তর থাকে। এই তিন স্তরের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিন ধরণের মৎস্যচাষ করা যায়। রাজ্যের প্রত্যেকটি পুকুরের তিনটিস্তরে তিন ধরণের মৎস্যচাষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এরফলে রাজ্যে মৎস্যচাষের আয় বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য আধিকারিকদের বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনটি স্তরে মৎস্যচাষের পাশাপাশি পুকুরের মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে আরো পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের খাদ্যের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের রুদ্রসাগর, সুখসাগর, ডম্বুর জলাশয় সহ অন্যান্য আরও যে জলাশয় রয়েছে সেইগুলোকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় লোকদের যুক্ত করে সমবায় গঠনের মাধ্যমে নার্বাড থেকে ঋণ নিয়ে সেখানে মৎস্যজোন গড়ে তোলা যায়। এর মাধ্যমে রাজ্যে বিশাল পরিমাণ অর্থ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি রাজ্যে অর্গানিক ফিস উৎপন্ন করে পুরো বিশ্বের সামনে ত্রিপুরাকে তুলে ধরার প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় মাছের রেণু উদ্বৃত্ত। রাজ্যের মাছের রেণু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করে রাজ্যের মৎস্যজীবিদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, সারা ত্রিপুরাতে এই প্রথমবার মৎস্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করে মৎস্যচাষীরা রাজ্যের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করছেন। তাদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এই মৎস্যমেলার আয়োজন।

২য় পাতায়

তিনি বলেন, রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে রাজ্যের সমস্ত জলাশয়গুলিকে মৎস্যচাষের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ বলেন, রাজ্যে মাছচাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জলাশয় রয়েছে। অনুষ্ঠানে ইম্ফলস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডা. এস আয়াপ্পান বলেন, ত্রিপুরা মাছচাষের ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার উদ্দেশ্যে এই ধরণের মেলার আয়োজন। ত্রিপুরা থেকে মাছের রেণু দেশের অন্যান্য রাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিমি মজুমদার, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, বিজয়ওয়াড়াস্থিত সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফ্রেশ ওয়াটার একুয়াকালচার আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ড: ভি এস গিরি, লেম্বুছড়া ফিসারি কলেজের ডিন ড: পি কে পান্ডা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা এ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে মাছচাষে সাফল্য অর্জনকারী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মৎস্যচাষীদের হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মৎস্য দপ্তরের কাজের বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মৎস্যচাষী মো: সেলিম রেজা আহমেদ-এর হাতে মৎস্যচাষের জন্য প্যাডেল চালিত বায়ু সঞ্চালক যন্ত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনী মন্ডপের উদ্বোধন করেন এবং মেলা পরিদর্শন করেন। রাজ্যে মৎস্য দপ্তর এবং হায়দ্রাবাদের জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী এই মেলা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উৎসাহী মাছচাষী এবং ব্যবসায়ীগণ তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

******